কুষ্টিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, সেনাসদস্যসহ আহত ৬০

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সেনাসদস্যদের বহনকারী বাসের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে সেনা সদস্যসহ অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। নিহত বাসযাত্রীর নাম জিয়া বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তিনি ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি করেন। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়।

আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে পাবনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে উপজেলার তালবাড়িয়া হাইস্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ ও আহতরা জানান, একটি ভাড়া করা বাসে প্রশিক্ষণরত সেনাসদস্যরা বগুড়া থেকে খুলনা যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা হিমেল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সেনাসদস্যদের বহনকারী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এরপর স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনায় আহতদের কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আহত একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিহতের নাম জিয়া। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। তিনি ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি করেন।

আহত সেনা সদস্যরা জানান, তারা বর্তমানে সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় রয়েছেন। ঈদুল আযহার ছুটিতে তারা বাড়িতে গিয়েছিলেন। ছুটি শেষে তারা একটি ভাড়া করা বাসে করে খুলনার জাহানাবাদ সেনানিবাসে ফিরছিলেন। ওই বাসে তারা মোট ৪২ জন সেনাসদস্য ছিলেন। পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের বহনকারী বাস। এতে তারা কমবেশি সবাই আহত হয়েছেন। সেনা সদস্যদের অন্তত ১০ জনকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

খবর পেয়ে আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দেখতে যান কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) জসীম উদ্দীন। তিনি এসময় জানান, সেনাসদস্যরা নতুন রিক্রুট, তারা প্রশিক্ষণে রয়েছেন। দুর্ঘটনার বিষয়টি যথেষ্ট

গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে হেরোইনসহ সাবেক সেনাসদস্য আটক

মেহেরপুরে সেনা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে সাবেক সেনা সদস্য চাঁদ আলীকে ৬০ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়েছে। চাঁদ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সোমবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি যৌথ টিম তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ তাকে আটক করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক রহমত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাবেক সেনা সদস্য চাঁদ আলী নিজ বাড়িতে মাদকদ্রব্য মজুদ করে তা বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা তার বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় তার বসতবাড়ি থেকে পলিথিনে মোড়ানো ৬০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া নির্বাচন চলাকালীন সময় নিরাপত্তায় পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি সদস্যরাও মাঠে থাকবেন।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট) র্যাব-১০ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার ও তেঘরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আগে প্রতি কেন্দ্রে দুজন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করতেন।

এবার প্রিসাইডিং কর্মকর্তার নিরাপত্তা জোরদারে অতিরিক্ত একজন অস্ত্রধারী আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন।’
তিনি আরো বলেন, ‘দেশের গণমাধ্যম সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করায় প্রতিবেশী কিছু দেশের মিথ্যা সংবাদ প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। টাকার প্রলোভনে জুলাই-আগস্ট মাসে বহু নিরপরাধ মানুষের নামে মামলা হয়েছে। নিরীহ মানুষ যেন আইনের ফাঁদে না পড়ে, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।

কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্যকে হয়রানি করতে পারবে না।’ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘গত বছরের তুলনায় পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হয়েছে। এবার নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে ভোটকেন্দ্রে বডি-অর্ন ক্যামেরা বসানো হবে। তরুণ ভোটারদের জন্য বিশেষ বুথ, নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা বুথের ব্যবস্থাও থাকবে।

’

এর আগে তিনি র্যাব-১০ সদর দপ্তর ও কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করে বন্দিদের খাওয়াদাওয়া ও জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

বাসস্ট্যান্ড ও টেম্পোস্ট্যান্ড দখল এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘চাঁদাবাজি যে-ই করুক, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া, কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল দক্ষিণের সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান, কেরানীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং র্যাব-১০ এর অধিনায়ক মো. কামরুজ্জামান প্রমুখ।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

মুজিবনগরের বিদ্যাধরপুরে যুবকের পা ভাঙলেন সেনাসদস্য, থানায় মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামে তৌহিদ নামের এক যুককের উপর হামলা চালিয়ে তার পা ভেঙে দিয়েছে সাজিদ আহসান সাজু নামের এক সেনাসদস্য।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে সেনাসদস্যসহ তার পরিবারের চারচজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এ ঘটনার পরপরই তিনি ছুটি শেষ হওয়ার আগেই কাজে যোগ দিয়েছেন নিজেকে নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করছেন। তবে তার মোবাইল ট্র্যাক করলেই সত্যতা পাওয়া যাবে বলে অভিযোগকারীরা দাবী জানিয়েছেন।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে প্রাণ নাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তৌহিদের পরিবারকে।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা একটি জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। সেই জমিতে নতুন করে তারের বেড়া

নির্মাণ করতে গেলে প্রতিবেশী লুৎফর রহমানের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (৫৫), মোস্তাক হোসেন, মোস্তাক হোসেনের ছেলে সেনাসদস্য সাজিদ আহসান সাজু (৩০), মোঃ রাজু (৩৫), মোঃ রাকিব (২৫)।

অভিযোগ অনুযায়ী, ১ মার্চ সকাল ৮টার দিকে মোছাঃ মেরিনা খাতুনের স্বামী মোঃ আফজালুল হক স্থানীয় দুই শ্রমিকের সাহায্যে তারের বেড়া বাঁধার কাজ শুরু করেন। তখন ১ নম্বর আসামি আব্দুল কুদ্দুস এসে কাজে বাধা দেন ও গালিগালাজ করেন। পরে ২ মার্চ সকাল ৭টার দিকে পুনরায় বেড়া বাঁধার কাজ শুরু হলে আসামিরা সংঘবদ্ধ হয়ে এসে বেড়া ভেঙে ফেলেন এবং প্রায় ১৫ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করেন।

এ সময় তৌহিদ ঘটনাস্থলে গেলে আসামিরা তার ওপর হামলা চালায়। এ সময় সেনা সদস্য সাজু লোহার শাবল দিয়ে তৌহিদের বাম পায়ে আঘাত করে, যার ফলে তার হাড় ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল রেফার্ড করে। পরে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
তৌহিদের মা মেরিনা খাতুন জানান, আসামিরা এলাকায় প্রভাবশালী এবং বিভিন্নভাবে তাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চাই।

তবে, অভিযুক্ত সেনাসদস্য সাজিদ আহসানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, সেনাসদস্যর বিষয়ে সেনানিবাসে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।